সম্পূর্ণ সত্যি ঘটনা একটুও মিথ্যা নহে

জামাই বাড়ী শ্বশুরের ডাকাতি

বাবাকে জেলে দিয়া কিরূপেতে স্বামীর প্রাণ বাঁচায়

রচয়িতা—কবি জেহের উদ্দীন মোল্লা

প্রকাশক—সামসুদ্দিন আহম্মদ
দমদম, কলিকাতা-৩০

মূল্য দশ পয়সা

কবিতা আরম্ভ

প্রথমে গুরু বলি কলম তুলি করিলাম সুরু,
দয়া কর দয়া কর দীনহীনের গুরু।
এখন বলে যাই ২ শোনেন ভাই হিন্দু মুসলমান,
ছয় ডাকাতির কথা কিছু করে যাই বর্ণন।
বাড়ী বাঁকুড়াতে ২ পাই জানিতে শুনেন বিবরণ,
সেই দেশে মাতব্বর তিনি একজন।
ছিল সেই গ্রামে ৩ নামে ধামে হারাণ সর্দ্দার নাম;
গ্রামে কত শতবার লেখে জানাইলাম।
তার একটি ছেলে ২ একটি মেয়ে আর কেহ নাই,
মনহারা নামটি মেয়ের সবাকে জানাই।
যায় স্কুলেতে ২ রীতিমতে মাইনার পাশও করে,
করব না আর লেখাপড়া ক্ষান্ত দিলে পরে।
প্রথমে বৈশাখ মাসে ২ বিয়ে আসে শুনেন বন্ধুগণ,
গ্রামের নামটি যাদবপুর করে যাই বর্ণন।
তিন জমিদার ২ নামটি তার হয় পঞ্চানন,
শুভদিনে শুভক্ষণে হইল মিলন।
পরে বৌ নিয়া ২ যায় চলিয়া আপনার বাড়ী,
মনের আনন্দে মিলে চালাচ্ছে সংসারী।
পরে এই ভাবেতে ২ কোনমতে গেল আট মাস,
ছয় ডাকাতে যুক্তি করে ঘটায় সর্ব্বনাশ।
ডাকাত হারাণ সর্দ্দার ২ ছিল তার আরও সঙ্গীগণ,
ছয়জন মিলিয়া তারা দল করিল গঠন।

ডাকাত হারাণ বলে ২ যাব চলে মেয়ে জামাই বাড়ী,
নগত টাকা সিন্ধুক ভরা আছে জমিদারী।
তোমরা পাঁচজনে ২ সেইখানে করবে সবে কাজ,
আমায় যদি চিনতে পারে আমি পাব লাজ।
এমনি যুক্তি করে ২ গেল পরে হারাণও চলিয়া,
মনওহারাকে আনতে গেল নাইসরের লাগিয়া।
বেলা সন্ধ্যা হল ২ চলে গেল পঞ্চাননের বাড়ী,
শ্বশুর দেখে পঞ্চানন খুশী হল ভারী।
এখন হারাণ বলে ২ যাব চলে বাড়ীতে এখন,
আসিয়াছি মন হারার সরের নাই কানড়ি।
শুনে পঞ্চানন ২ সরল মনে নাইসর দিয়া দিল,
মন হারাকে নিয়ে হারাণ বাড়ীতে চলিল।
তখন দুষ্ট বলে ২ কথার ছলে জানব সমাচার,
টাকা পয়সা ধন রত্ন আছে কি আমার।
মেয়ে না জানিয়া ২ দেয় বলিয়া টাকারও খবর,
সিন্ধু ভরা আছে টাকা আমার স্বামীর ঘর।
পরে এই ভাবেতে ২ কোন মতে দুই তিনদিন গেল,
সঙ্গে পাঁচজন নিয়ে হারাণ ডাকাত চলিল।
সঙ্গে বন্দুক নিয়া ২ যায় চলিয়া পঞ্চাননের বাড়ী,
অনুমানে রাত্রি একটা বেজেছিল ঘড়ি।
পাঁচজন ঘরে গেল শ্বশুর রইল গেটে দাঁড়াইয়া,
কলকৌশলে আসল তারা ডাকাতি করিল।

টাকা ৪০ হাজার ২ আর তার সোনার অলংকার,
জামা কাপড় ঘড়ি আংটি হাতের ঘড়ি তার।
ডাকাত যায় চলিয়া চিৎকার দিয়া পঞ্চানন কয়,
টাকা পয়সা পিতল কাঁসা নিল সমুদয়।
রাত প্রভাত হল ২ পত্র দিল শ্বশুরেরও বাড়ী,
পত্র পেয়ে দয়াল শ্বশুর আসবে তাড়াতাড়ি।
রাতে ডাকাত এসে ২ সব নিয়েছে টাকা পয়সা যত,
কত কষ্ট পাইয়াছি লেখব আমি কত।
পত্র পাইল যখন ২ ঠিক নাই মন ছলনা করিয়া
বাড়ীতে সকলে অসুখ দিয়াছে লিখিয়া।
তখন পঞ্চানন ২ সরল মনে শ্বশুর বাড়ী যায়,
মনহারা দেখে তারে চিনিতে না পায়।
বলে কি হইল ২ আমার বল মিনতি করি,
পাগলের বেশে কেন এলে শ্বশুর বাড়ী।
বলে পঞ্চাননে ২ সরল মনে শুন মনহারা,
টাকা পয়সা পিতল কাঁসা নিল ডাকাতেরা।
নিল কাপড় যত ২ বলব কত ফেটে যায়গো বুক,
ছুটিয়া আসিলাম শুধু দেখতে তোমার মুখ।
দেখে মনহারা ২ আনে তারা গরম জল করে,
প্রাণপতি পেয়ে সতী স্নান করায় তারে।
একটি শুধু দিল ২ কোট দিল পরম আনন্দে,
স্যুট কোট দেখিয়া পঞ্চানন ধীরে ধীরে কাঁদে।

স্যুটে নাম লেখা ২ ছিল বাঁকা ইংরাজী অক্ষর,
কাপড় দেখে পাইল তখন ডাকাতির খবর।
তখন সতি বলে ২ নয়ন জলে চক্ষু ভেসে যায়,
কি কারণে কাঁদ তুমি বল না আমায়।
বলে পঞ্চানন ২ সরল মনে বলিব তোমারে,
এই কাপড কোথা পেলে বল সত্যি করে।
বলে মনহারা ২ বলে তার শুন প্রাণপ্রিয়া আমার,
আমার পিতা আনল কাপড় ডাকাতি করিয়া।
তখন জমিদারে ২ দেখায় তারে লেখা আছে নাম,
মনহারা কেঁদে বলে বিধি হল বাম।
কাপড় হাতে নিয়া ২ যায় চলিয়া পিতারও কাছে,
ডাকাতি করা জামাই বাড়ী উচিত কি হয়েছে।
তখন দুরাচারে ২ কয় মেয়েরে শোন মনহারা,
পঞ্চাননের আশা ছাড়া থাক হেথায় খাড়া।
আজ সন্ধ্যার পরে ২ সারব তারে সব যাবে সারি,
জামাই যদি পালিয়ে যায় মা বিপদ হবে ভারী।
পিতার পায়ে ধরে ২ বিনয় করে হইওনা নিরদয়,
নারী মাত্র স্বামী গুরু সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
মেয়ে যায় বাহিরে ২ নিষেধ করে তুমি নাহি যাবে,
আমার হাতে খাইব সন্দেহ নাই তাতে।
সতী মনের দুঃখে ২ পত্র লেখেন শোন সমাচার,
তাড়াতাড়ি প্রানটা তুমি বাঁচাও আপনার।

রুটি তৈয়ারী হল ২ থালায় দিল চিঠি সঙ্গে দিয়া,
থালা খানা পিতার হাতে দিল উঠাইয়া।
তারে খেতে দিয়া ২ যায় চলিয়া সঙ্গিগণের বাড়ী
ভাগ্য ফলে চিঠিখানা পাইল তাড়াতাড়ি।
রুটি ফেলে দিয়া ২ যায় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাইয়া,
বড় ডাকাতের বাড়ী উঠীল যাইয়া।
ডাকাত বনমালি ২ শক্তিশালী দেখতে চমৎকার,
বাড়ীর নমুনা ছিল যে জমিদার।
কথা বলতে ছিল ২ দেখতে পেল বনমালির হাতে.
পঞ্চাননের হাতের আংটি ছিল আঙ্গুলেতে।
আরও হাতের ঘড়ি ২ হাতের ঘড়ি দেখিয়া চিনিল,
ধীরে ধীরে পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল।
আংটি লাগী ঘড়ি ২ কেমন করি পাইলে আপনি,
নাম লেখা আছে তাতে দেখিবেন খুলে।
ডাকাত তাই শুনিয়া ২ ডাক দিয়া বাড়ীর লোকজন,
ইচ্ছা মতন মারনা তারে জনমের মতন।
রাখে বন্ধন করে ২ শুনেন পরে না দেখে উপায়
নিদানের ভরসা গুরু আর কেহ নাই।
বাড়ী চাকর নিয়া ২ পত্র দিয়া পাঠাইল তাড়াতাড়ি,
পত্র নিয়ে এসে দেখে সর্দ্দার নাই বাড়ী।
পত্র মেয়ের হাতে ২ লেখে তাতে দেখে এই ঘটনা
ঘোর বিপদে পড়েছে স্বামী প্রাণে আর বাঁচে না।

তার কপাল দোষে ২ নিজে এসে দিয়েছে আমায় ধরা
হাতে পায়ে বেঁধে রেখেছি করে আধ মরা।
তখন মনহারায় ২ চলে যায় পুরুষের বেশ ধরি,
দারোগাবাবুর বাসায় তখন গেল তাড়াতড়ি।
বলছে সব ঘটনা ২ প্রাণ বাঁচাও না স্বামীকে আমার,
সন্ধ্যা হলে ফেলবে মেরে পত্র দেখুন তার।
বাবু তাই দেখিয়া ২ যায় চলিয়া সিপাই সঙ্গে নিয়া
এক সামনে ঘেরাও করে সব বাড়ীতে গিয়া।
একটি কোঠা ঘরে ২ রাখলে তারে বন্ধন করিয়া,
মনহারা গিয়ে তারে লইল খুলিয়া।
ডাকাত প৲ল ধরা ছয়জন তারা হাতে হ্যাণ্ডকাপ দিয়া,
ইচ্ছামত সাজা দিয়া দিল চালান দিয়া।
রাখে হাজত ঘরে ২ বন্ধন করে নিয়ে ছয়জনায়,
মকদ্দমার তারিখেতে মনহারা যায়।
কোর্টে সাক্ষী দিল ২ হয়েছিল যত কিছু কাম,
একে একে বলে দিল ছয় ডাকাতের নাম।
তখন বসল জুরি ২ বিচার করি রায় দিয়া দিল,
ছয় ডাকাতির এক সমানে দীপান্তর হইল।
শুনেন পাঠকগণ ২ দিয়া মন কি হল ঘটনা,
সতী নারীর পতি কখন বিপদে পড়ে না।
আমি এই পর্য্যন্ত করি ক্ষান্ত জানাই প্রণতি,
দশ পয়সার বিনিময়ে বই নিবেন করি মিনতি।

গান—আধুনিক

আজ আমি বেকার বলে বৌদি যে ঝাটা তুলে
গালাগালি দেয় পেট ভরিয়া।
সকালে বাজার কার তারপর জল তুলি,
সারা দেহ যায় ঘামে ভিজিয়া।
বৌদি ডেকে বলে ও ঠাকুরপো শোননা,
বেলা দশটা বেজে গেল উনুনটাকে ধরাও না।
উনুনা ধরিয়ে দিয়ে মশল্লা বা গিয়ে!
আলু, পটল দাও তাতে কাটিয়া
আজ আমি বেকার বলে বৌদি ঝাটা তুলে।
গালাগালি দেয় পেট ভরিয়া।
সকালে বাজার করি তারপব জল তুলি,
সারা দেহ যায় ঘামে ভিজিয়া।
বৌদি ডেকে বলে শোন ও ঠাকুরপো,
একটা টিকিট কেটে আন যাব মেটেনি শো
তোমার দাদা এলে পরে চা দিও গরম করে
আমার চাটি রেখে দিও ঢাকিয়া
বৌদি ডেকে বলে না সুধার কথা আমার।
রান্না করতে ধরল মাথা। মাথাটাকে টিপে দাও.
না শুধায়ে কোথা যাবে আমার কথা শুনতে হবে
আঙ্গুলকটা দাও আমার টানিয়া
সকালে বাজার করি তারপর জল তুলি,
সারা দেহ যায় ঘামে ভিজিয়া
আজ আমি বেকার বলে বৌদি ঝাটা তুলে
গালাগালি দেয় পেট ভরিয়া।